"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই রুহানী যোগ হলো এভার পিওর (চির পবিত্র) হওয়ার জন্য, কেননা তোমরা পবিত্রতার সাগরের সাথে যোগযুক্ত হও, তোমরা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো"

*প্রশ্নঃ - নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের সর্বপ্রথমে কোন্ নিশ্চয় দৃঢ় হওয়া উচিত? সেই নিশ্চয়ের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - আমরা এক বাবার সন্তান, বাবার থেকে আমরা দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করি, সর্বপ্রথমে এই কথাই দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া উচিত। নিশ্চয় হলে তখন শীঘ্রই বুদ্ধিতে আসবে যে, আমরা যে ভক্তি করেছি তা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমরা স্বয়ং ভগবানকে পেয়েছি। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারাই উত্তরাধিকারী হয়।

*গীতঃ- হে দূরের পথিক....

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে, দূরের পরিব্রাজক তো সবাই। সব আত্মারাই দূর থেকে দূর পরমধামের অধিবাসী। এও শাস্ত্রে আছে। আত্মা দূরে থাকে যেখানে সূর্য - চাঁদের কিরণ থাকে না। মূলবতন আর সূক্ষ্মবতনে কোনো ড্রামা নেই। ড্রামা হলো এই স্থূল বতনের, যাকেই মনুষ্য সৃষ্টি বলা হয়। মূলবতন আর সূক্ষ্ম বতনে কোনো ৮৪ জন্মের চক্র নেই। চক্র মনুষ্য সৃষ্টিতে দেখানো হয়। মনুষ্য সৃষ্টি কি জিনিস, মনুষ্য কিভাবে বানানো হয়েছে ? মানুষের মধ্যে এক তো আত্মা আছে, দ্বিতীয় হলো শরীর। পাঁচ তত্বের পুতুল তৈরী হয়। সেখানে আত্মা প্রবেশ করে তার ভূমিকা পালন করে। তাই দূরের অধিবাসী তো সবাই, কিন্তু তোমরা তা নিশ্চিত করো। মানুষের মধ্যে কোনো নিশ্চয় নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমাকে তোমরা দূর দেশের অধিবাসী বলো, কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাস স্থানও সেই একই। ওই নাটকে যারা ভূমিকা পালন করে, সেখানে তো তাদের প্রত্যেকেরই নিজের - নিজের ঘর থাকে, তাই না। সেখান থেকে এসে আত্মা ভূমিকা পালন করে। বাচ্চারা, এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সবাই একই বাবার বাচ্চা, একই ঘর পরমধামে থাকি। সে হলো ব্রহ্ম মহাতত্ব, এ হলো আকাশ তত্ব। এখানে আত্মা তার ভূমিকা পালন করে, এখানে রাত - দিন হয়, তাই সূর্য এবং চাঁদও আছে। মূলবতনে তো আর রাত - দিন হয় না। এই সূর্য - চাঁদ কোনো দেবতা নয়। এ তো মণ্ডপ আলোকিত করার জন্য বাতি। দিনে সূর্য রোশনাই দান করে, রাতে চাঁদের রোশনাই হয়। এখন সব মনুষ্য চায় যে, মুক্তিধামে যাই। তারা জানে যে, ভগবান উপরে থাকে। ভগবানকেও স্মরণ করবে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তখন বুদ্ধি উপরে চলে যাবে। আত্মা বুঝতে পারে কিন্তু আত্মার উপর অজ্ঞানতা ছেয়ে আছে। আত্মা এও বুঝতে পারে যে, আমরা এখানকার অধিবাসী নই। আমাদের বাবা হলেন তিনি। মুখ দিয়ে 'ও গড ফাদার' বলেও থাকে। এরপর বলেও দেয় সবাই ফাদার, গড সর্বব্যাপী। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, সবাই তো আর ফাদার নয়। সব আত্মারা নিজেদের মধ্যে ব্রাদার্স। একথা না জানার কারণে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। তোমরা আত্মারা হলে ব্রাদার্স, এক বাবার সন্তান হয়েছো। এই নিশ্চয়বুদ্ধিও নম্বরের ক্রমানুসারেই আছে। লৌকিক সম্বন্ধে নিশ্চয় থাকে যে, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এখানে বাবার কাছ থেকে মায়া বার - বার মুখ ঘুরিয়ে দেয়। তোমরা যখন সর্বশক্তিমান বাবার হও, তখন মায়াও সর্বশক্তিমান হয়ে লড়াই করে। এ হলো পাঁচ বিকার জয় করার যুদ্ধ। যুদ্ধ তো বিখ্যাত। বাকি শাস্ত্রে যে কৌরব - পাণ্ডবদের দেখানো হয়েছে, তা সঠিক নয়। এই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ খুবই ভারী। আমরা চাই যে, বাবার স্মরণে থেকে আমরা সম্পূর্ণ হই, আত্মা যেন পিওর হয়। যোগ ব্যতীত আর তো অন্য কোনো রাস্তা নেই। মানুষ আর যে সব যোগ শেখে, সেসব পিওরিটির জন্য নয়। সে তো সব স্থূল যোগ, অল্পকালের জন্য, আর এই রুহানী যোগ হলো এভার পিওর হওয়ার জন্য। পবিত্রতার সাগরের সঙ্গে যোগযুক্ত হলে আমরা পবিত্র হই। বাবা বলেন, এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়। বুদ্ধিও বলে, এ হলো পতিত দুনিয়া। যে কাউকেই জিজ্ঞেস করো - এটা সত্যযুগ, নাকি কলিযুগ? তখন একে সত্যযুগ কেউই বলবে না। সত্যযুগে তো নতুন দুনিয়া ছিলো। তাকে গোল্ডেন এজ আর একে আয়রন এজ বলা হয়। পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ আর নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয়। এমন বলা যাবে না যে, এখন সত্যযুগও আছে আবার কলিযুগও আছে। তা নয়, নরকবাসী হলো নরকবাসী। পুরানো দুনিয়াকে পতিত আর নতুন দুনিয়াকে পাবন দুনিয়া বলা হবে। মানুষকেই বোঝানো হয়, জানোয়ার তো বলবেই না যে, পতিত পাবন এসো। যে কাউকেই জিজ্ঞেস করো, তখন বলবে, এ হলো নরক। ভারতই নতুন দুনিয়া স্বর্গ ছিলো, ভারতই পুরানো দুনিয়া, নরক। ভারতের উপরেই জোর দিতে থাকো। অন্য সবকিছুই তো মাঝে আসে। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের ধর্মই আলাদা, যা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে।

তোমরা এখন নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছো । তোমরা জানো যে, আমরা এক বাবার সন্তান। বাবার কাছে আমরা স্বরাজ্য প্রাপ্ত করি । প্রথমে তো এই কথা দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া উচিত। জ্ঞান শোনে, সে তো ঠিক। তখন প্রজা হয়ে যায় । বাকি আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান - এ'কথা নিশ্চিত হয়ে গেলে, মনে করবে, আমরা ভক্তি করেছি ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে । ভগবান এখন স্বয়ং এসে মিলিত হয়েছেন। তাঁর থেকে সূর্যবংশী স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত হয় । আমরা এতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করি । বিত্তবানরা যেমন বাচ্চা দত্তক নেয়, তাই না । তারা তো একটি বাচ্চাকে দত্তক নেয় । এখানে তো অসীম জগতের পিতার অনেক বাচ্চার প্রয়োজন। তিনি বলেন, যে আমার বাচ্চা হবে, সে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । যে আমার হবে না, সে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না । তারা শ্রীমতেই চলে না । যাদের নিশ্চয় হয়ে যায়, তারা তো বলে, বাবা আবার তুমি এসেছো, ব্যস্, আমরা তো তোমার হাত ছাড়বো না । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, বাচ্চারা আবার অন্যদের বুঝিয়ে বলে যে, আমরা পারলৌকিক বাবার বাচ্চা হয়েছি । আমরা তাঁর শ্রীমতে চলি, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। এতো সব বি.কে হয়েছে, তাই অবশ্যই নিশ্চয় আছে, তাহলে আমরা কেন হবো না । লিখে পাঠিয়ে দাও যে, আমরা তোমার হয়েছি । বাবা বলবেন, আমি তো দূরেই নেই। আমি তো এখানে বসে আছি, হাজির। এখানে আমি প্রত্যক্ষভাবে বসে আছি । প্রেসিডেন্টের জন্য যেমন বলবে যে, তিনি এই পৃথিবীতে উপস্থিত, এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সর্বব্যাপী । তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে সুখ কর্তা, দুঃখ হর্তা বলা হয়, তিনি সর্বব্যাপী হতে পারেন না । তাঁর উপস্থিতিতে মানুষ এতো দুঃখী কিভাবে হতে পারে? যেখানে বাবার অনুপস্থিতিতেও (স্বর্গ) কেউ দুঃখে থাকে না ।

বাবা বাচ্চাদের জন্য বাসা বানিয়েছেন। পাখিরা যেমন তাদের বাচ্চাদের জন্য বাসা বানায়, তেমনই বাবাও তোমাদের দ্বারা তোমাদের জন্য বাসা বানান। তোমাদেরই থাকার জন্য স্বর্গের বাসা বানানো হচ্ছে । বাবা বলেন, তোমরা যদি আমার মতে চলো তাহলে স্বর্গের রাজত্ব করতে পারবে । যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকে তাহলে একদম ধরে ফেলবে । এমনও নয় যে, তোমাদের এখানেই বসে থাকতে হবে । তোমাদের গৃহত্যাগ করলে চলবে না । ওরা তো গৃহত্যাগ করে । গুরুকে ভগবান মনে করে । ওরা কখনো জীবন্মৃত হয় না । তোমাদের তো জীবন্মৃত হয়ে আবার সত্যযুগে জীবনে আসতে হবে । তোমরা বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । তোমরা যখন নিশ্চিত হয়েছো যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দান করেন, তখন তাঁর শ্রীমতে তোমাদের চলতে হবে । বাচ্চা হলে বাবা শ্রীমৎ প্রদান করবেন। প্রথমে তো এক সপ্তাহ ভাট্টিতে বসো । তোমরা রোজ নলেজ প্রাপ্ত করবে । সবাই তো আর একরকম বুঝতে পারে না, প্রত্যেকেই তার নিজের পুরুষার্থ ভাগ্য অনুসারে প্রাপ্ত করে । পুরুষার্থ এই ভাগ্যের উপরেই হয় । জানতে পারা যায় যে, ভাগ্যে কি আছে? কি পদ প্রাপ্ত করবে? বাবার হয়েও তোমাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । আচ্ছা, গৃহস্থ জীবনে না থাকলে অন্ধের লাঠি হও। সত্য নারায়ণের কথা শোনাতে তোমাদের অবশ্যই যেতে হবে ।

এখন দেখো, প্রেম বাচ্চী সেবাতে গিয়েছে । যে নিমন্ত্রণ দিয়েছে সে সম্মানের সঙ্গে স্বাগতও করেছে, অনেকের সাথে সাক্ষাৎও করিয়েছে, তারা প্রভাবিতও হয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন - একজনও নিশ্চয়বুদ্ধির নেই যে, এদের অসীম জগতের বাবা পড়ান, যাঁর থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু নিশ্চয় তো হয়ই না যে, অবশ্যই জ্ঞানের সাগর বাবা পড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, কেবল বলবে যে, খুব ভালো । যেই বাইরে গেলো, সব শেষ। খুব অল্পই পুরুষার্থ করবে । যদিও নিজেদের মধ্যে সৎসঙ্গ করবে, যারা করবে তারাও নিশ্চয়বুদ্ধি নয় । এদের হাফ কাস্ট বলা হয় । নিশ্চয় আর সংশয় । এখনই বলবে যে, বাবা পড়ান, আবার এখনই বলবে, এমন কিভাবে হতে পারে? হ্যাঁ, পবিত্র হওয়া খুবই ভালো কিন্তু পবিত্রতাতে থাকা খুবই মুশকিল। প্রথমে তো নিশ্চয় থাকা প্রয়োজন। তখন গদগদ হয়ে লিখবে । বন্ধনে আবদ্ধ গোপিকারা যেমন পত্র লেখে আর যারা মুক্ত তারা তো লেখেই না । বাবা লিখে দেন যে, একজনকেও নিশ্চয়বুদ্ধি বানানো হয়নি । হ্যাঁ, সাধারণ প্রজা বানিয়েছি কিন্তু উত্তরাধিকারী বানাইনি । এখনও নিশ্চয়বুদ্ধি হয়নি । যারা নিশ্চয়বুদ্ধির তারাই উত্তরাধিকারী হয় । কেউ যদি নিশ্চয়বুদ্ধির হয় অথচ জ্ঞান ধারণ না করে তখন ওই ঘরানায় গিয়ে দাস - দাসী হয় । ভবিষ্যতে অ্যাক্যুরেট সাক্ষাৎকার হবে । জানতেও পারা যাবে যে, আমরা দাস - দাসী কতো নম্বরে যাবো । তখন খুব অনুতাপ করবে । আমরা তো শ্রীমতে চলিনি, তাই এই অবস্থা হয়েছে । তবুও প্রতিটি পরিস্থিতিতেই বলা হবে ড্রামা । ওদের ড্রামাতে কল্প - কল্পান্তরে এমনই পার্ট লেখা আছে । সাক্ষাৎকারও হবেই। পরের দিকে রেজাল্ট বের হবে । তখন বলবে ভবিতব্য। আমাদের ভাগ্যে এমন ছিলো -- তোমাদের পড়ার রেজাল্ট আসবে । এ তো অনেক বড় স্কুল। শিক্ষকও একজনই, পাঠও এক, আর পরীক্ষাও একটিই। টিচার জানে যে, স্টুডেন্ট কেমন, সবই গ্যালপ করতে থাকে । ভবিষ্যতে তোমরা অনেককিছুই জানতে পারবে । মুহূর্তে মুহূর্তে তোমরা ধ্যানে চলে যাবে । শুরুতে যেমন যেতে ।তোমরাও বুঝতে থাকো আর বাবাও বোঝাতে থাকেন। তোমরাই গাফিলতি করো, শ্রীমতে চলো না । এমন চলতে -

চলতে তোমাদের অভ্যাস হয়ে যায় । যদিও তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে - শিব বাবা, আমরা আপনার শ্রীমতে চলি কি? বাবা বলে দেবেন, তোমরা চলো না, তখনই তোমাদের ভাগ্য এমন দেখা যাবে । বোঝা যায় যে, এখন দশা খারাপ, ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবে । কেউ কামের হালকা নেশায় পড়ে যায় । ভারত পাবন ছিলো, শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, যা এখন ভ্রষ্টাচারী । ওই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মহিমা তো আছেই, তাই না । বাবা বলেন, এ হলোই আসুরী সম্প্রদায়, আমি এসেছি দৈবী সম্প্রদায় স্থাপন করতে । এই দেবী দেবতা ধর্ম হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবাই হলেন পতিত পাবন কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । যাঁরাই ধর্ম স্থাপন করতে আসেন -- তারা অবশ্যই পবিত্র হন। প্রতি বিষয়েই ভালো আর মন্দ থাকে । কম ভাগ্যবান আর সুন্দর ভাগ্যের অধিকারী থাকে । এখন এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । এই রাবণের নগরীতে আগুন লেগে যাবে । তোমরা রামের সেনা বসে আছো । যারা এই ধর্মের হবে তারা বুঝতে থাকবে । নম্বরের ক্রমানুসারে মানুষ বুঝতে থাকে । কারোর তো একটি তীরই জনকের মতো লাগলে স্যারেন্ডার হয়ে যায় । সে আর কোনো বাহানাই করবে না । এখানে বাহানা চলতে পারবে না, তবুও মায়ার তুফান তো অনেকেই আসে । নিজের ঘরানাকেই ভুলিয়ে দেয় যে, আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান। বাচ্চারা, তাই তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । কামের সামান্য নেশাও থাকা উচিত নয় । কাম হলো খুব বড় মহাশত্রু । এ সবথেকে বড় শক্ত পরীক্ষা । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা একত্রে থেকে পবিত্র হয়ে দেখাও। বাবা বাচ্চাদের অবস্থাকে জানেন। যারা নিশ্চয়বুদ্ধির, তারা বাবাকে সমাচার দেবে যে, বাবা আমি আপনাকে স্মরণ করি অথবা আপনার সেবা করি । সার্ভিসের সমাচার লিখলে তখনই বিশ্বাস রাখা যাবে । সার্ভিসের প্রমাণ দেখালে তখনই বাবা বুঝতে পারবে, এর মধ্যে খুব ভালো আশা দেখা যাচ্ছে, আর এও বোঝা উচিত যে, বাবা একলা, আমরা বাচ্চারা অনেক। এমনও নয় যে, বাবাকে রোজ - রোজ রেসপন্স দিতে হবে । তা নয়, বাবা হলেনই গরীবের ভগবান। দান তো গরীবকেই করা হয় । এই ভারত খণ্ড হলো গরীব। ভারতই বিত্তবান থেকে গরীব হয়েছে । একথা কেউই জানতে পারে না । এই ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড, যেখানে ভগবান অবতার গ্রহণ করেন। ভারত সোনার পাখি ছিলো, অর্থাৎ এখানে সর্ব সুখের ভান্ডার ছিলো । যেই সুখধামে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই পুরুষার্থ করছি । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো বাহানা না করে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে ।

২) আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, আমাদের ঘরানা উঁচুর থেকেও উঁচু, একথা ভুলে যেও না । নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে আর নিশ্চয়বুদ্ধি বানাতে হবে ।

বরদানঃ- শ্রেষ্ঠ স্বমানের সীটে থেকে সকলকে সম্মান প্রদানকারী সর্ব মাননীয় ভব

সদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্বমানে স্থির থেকে, নির্মান হয়ে সবাইকে সম্মান দিয়ে চলো, তাহলে এই দেওয়াই নেওয়া হয়ে যাবে । সম্মান দেওয়া অর্থাৎ সেই আত্মাকে উৎসাহ - উদ্দীপনাতে এনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । সদা স্বমানে থাকলে সর্ব প্রাপ্তি স্বতঃতই হয়ে যাবে । স্বমানের কারণে বিশ্ব সম্মান দান করবে আর সর্বের দ্বারা শ্রেষ্ঠ মান প্রাপ্ত করার পাত্র, মাননীয় হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যে সকলকে রিগার্ড দেয়, তার ঠিকই স্বতঃতই রিগার্ড হয়ে যায় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;